# গবেষণার সারসংক্ষেপ

## Abstract

বৈষ্ণব সাহিত্যে সমগ্র বাঙালি সমাজের ঐতিহ্যমণ্ডিত ইতিহাস সমৃদ্ধ বিশ্বসাহিত্যের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার রূপে অভিষিক্ত। তবে বাঙালির মন-প্রাণ, ভাবনা, বিশ্বাসের সঙ্গে এই পদসাহিত্যের আত্মিক সংযোগ একান্তই মর্মগত। বৈষ্ণব পদাবলীর উদ্ভবকাল প্রসঙ্গে জানা যায়, এই কাব্যসাহিত্য মধ্যযুগীয় কাব্য প্রেক্ষাপটে বিশেষত চতুর্দশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রাপ্ত নানা প্রত্নলেখ থেকে জ্ঞাত হয় যে বৈষ্ণব সাধনার অঙ্গন সে সময় থেকেই প্রভূত জনপ্রিয় ও বিশেষ পদমর্যাদার স্থান দখল করেছিল। এরপর দৈবী অঙ্গন পরিত্যাগ করে তা একান্তই বাস্তব নরনারীর হৃদয়ার্তিপূর্ণ মরমি আখ্যানে পরিণত হয়। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাসের মতো বৈষ্ণবকবিগণ বৈষ্ণব পদাবলীকে তাদের অনুভূতির রঙে রাঙিয়ে পাঠকের সম্মুখে সাহিত্যিক আবেদনে উপস্থাপিত করেছেন। ফলে এই পদসাহিত্যে কেবলমাত্র দেবতাকেন্দ্রিক মহিমা বর্ণনে আবদ্ধ না থেকে মধ্যযুগীয় সীমানা অতিক্রম করে মানব মহিমার মাহাত্ম্য বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আধুনিক যুগে বাংলা কথাসাহিত্যের বৃহত্তর অঙ্গনে প্রবেশ করেছে। তার ফলশ্রুতিতে আধুনিক সাহিত্য প্রেমী বাঙালি পাঠক উনিশ শতকীয় কালবৃত্তে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো ব্যক্তিত্বদের রচনায় বৈষ্ণবীয় জীবনালেখ্য হয়ে উঠেছে রাধাকৃষ্ণের রূপে নির্মিত নরনারীর চিরন্তন প্রেমের আখ্যান প্রতীক স্বরূপ। আলোচ্য গবেষণাপত্রে বিশ্লেষিত হয়েছে কিভাবে প্রাচীন কবিদের প্রভাবে আধুনিক কথাসাহিত্যিকেরা সমকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটে, তাদের চেতনা মিশ্রিত রঙে রাঙিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন বৈষ্ণব পদাবলী নামক রস সাহিত্যকে। কিভাবে আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বাতাবরণে, চরিত্রের পূর্ণাঙ্গরূপ চিত্রণে, উপন্যাসের আখ্যান ভাগে প্রেম, দ্বন্দ্বের কালচক্রে, ভাষার রূপাঙ্গিক বিশ্লেষণে, লেখক স্বতন্ত্রতার অবয়ব নির্মাণে বৈষ্ণব সাহিত্যে যে পথরেখা নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছে তার প্রতিরূপ সৎপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে অনুসন্ধান করে সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়াই চূড়ান্ত লক্ষ্যবস্তু।

### প্রথম অধ্যায়

### বৈষ্ণব ধর্মের তত্ত্বগত ও দর্শনগত প্রেমভাবনার সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এই অংশটিতে সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব সমূহকে স্থান দেওয়া হয়েছে। ‘কৃষ্ণতত্ত্ব’,

‘রাধাতত্ত্ব’, ‘গৌরতত্ত্ব’, ‘সখীতত্ত্ব’, ‘পরম-স্বরূপ তত্ত্ব’, ‘প্রেমবিলাস-বিবর্ত তত্ত্ব’, ‘প্রেমতত্ত্ব’, ‘স্বকীয়া-পরকীয়া তত্ত্ব’, ‘অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব’, ‘সাধ্য-সাধন তত্ত্ব’ এমনকি আধুনিক কালের ‘সহজিয়া তত্ত্ব’ কেউ আলোচনায় স্থান দিয়ে বৈষ্ণবতত্ত্বের পটভূমি রচনা করে গবেষণাপত্রের লক্ষ্যবস্তুকে সুচিহ্নিত করা হয়েছে।

### দ্বিতীয় অধ্যায়

### বাংলা কথাসাহিত্যে বৈষ্ণব ভাবনার প্রভাবগত দিকের অবয়ব নির্মাণ

বাংলা কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্করের রচনায় বৈষ্ণবীয় সাহিত্যের যে নিগূঢ় মানবতাবাদ আধুনিক সাহিত্যিকদের চেতন-অবচেতন মনে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে। সেই আলোড়নের ঢেউ-এ তাঁরা সাহিত্যিক সৃষ্টির বহু ছত্রে দেবতা ও মানবের যে মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন, তা প্রত্যক্ষভাবে বৈষ্ণবীয় প্রভাবের পাদস্পর্শেই সম্ভব হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটের সুনির্দিষ্ট গতিপথই এই অংশের সংক্ষিপ্ত বর্ণিতব্য বিষয়।

### তৃতীয় অধ্যায়

### সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বৈষ্ণবীয় ভাবনার রূপ প্রকৃতি

বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতার সূচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসে যেমন— ‘দুর্গেশনন্দিনী’, ‘কপালকুণ্ডলা’, ‘মৃণালিনী’, ‘বিষবৃক্ষ’, ‘ইন্দিরা’, ‘চন্দ্রশেখর’, ‘রাজসিংহ’, ‘আনন্দমঠ’, ‘দেবীচৌধুরাণী’, ‘সীতারাম’-এর মতো উপন্যাসে সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে, চরিত্রের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব জর্জরতায়, প্রেম প্রসঙ্গে, ভাষাগত সুষমায় ‘বৈষ্ণব পদাবলী’র নানা দিককে বিশ্লেষিত করা হয়েছে।

### চতুর্থ অধ্যায়

### রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে ও ছোটগল্পে বৈষ্ণবীয় ভাবনার স্বরূপ সন্ধান

বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রতিভাত ঐশ্বরিক মহিমার আলোকবিচ্ছুরণ, ধর্মাশ্রিত গাথায় বর্ণিত জীবনচর্যায় প্রকাশিত মানবিক আকূতি ইহলোকের মৃত্তিকা সম্পৃক্ত হয়েই রবীন্দ্র কথাসাহিত্যে বিস্তৃতভাবে আলোকিত হয়েছে। তাঁর ‘বৌ-ঠাকুরাণীর হাট’, ‘চোখের বালি’, ‘গোরা’, ‘ঘরেবাইরে’, ‘চতুরঙ্গ’ সহ বেশ কিছু উপন্যাস ও ‘রাজপথের কথা’, ‘মেঘ ও রৌদ্র’, ‘মানভঞ্জন’, ‘অধ্যাপক’, ‘উদ্ধার বোষ্টমী’, ‘স্ত্রীরপত্র’ সহ বহু ছোটগল্পে বৈষ্ণবীয় ভাবধারা পাঠকের হৃদয় দর্পণে যেভাবে দীর্ঘস্থায়ী ছায়াপাত করেছে, তাকে এই অধ্যায়ে অনুসন্ধান করা হয়েছে।

### পঞ্চম অধ্যায়

## শরৎচন্দ্রের উপন্যাস ও ছোটগল্পে বৈষ্ণবীয় ভাবধারার প্রতিরূপ অন্বেষণ

বৈষ্ণব পদসাহিত্যে মানবীয় সম্পর্কের সেতুকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মূল চরিত্র রাধা এবং তাঁর আরাধ্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণ, তাই রাধাকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণব কবিদের যে আবেগ, তা নানা অবস্থানে তত্ত্বগত নিরিখে কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে ধরা দিয়েছে। বিশেষত 'বড়দিদি', 'বিরাজ বৌ', 'পণ্ডিতমশাই', 'শ্রীকান্ত' (১-৪ পর্ব) এর মত উপন্যাস ও 'মন্দির', 'পথনির্দেশ', 'আঁধারে আলো', 'সতী', 'পরেশ' এর মত বহু ছোটগল্পগুলির বৈষ্ণব তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এ প্রসঙ্গে পঞ্চম অধ্যায়ে স্থান লাভ করেছে।

### ষষ্ঠ অধ্যায়

## তারাশঙ্করের উপন্যাস ও ছোটগল্পের আখ্যানবৃত্তে বৈষ্ণবীয় প্রভাবের ইতিবৃত্ত অনুধাবন

আলোচ্য গবেষণাপত্রে বৈষ্ণবভাবাশ্রিত তত্ত্ব-দর্শনগত প্রেক্ষাপটে সর্বাধিক স্থান জুড়ে রয়েছে কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্করের বহু সৃষ্টি। তিনি সামাজিক আর্তির দৃষ্টিকোণ থেকে, কখনো চরিত্রের বিনির্মাণে, সম্পর্কের প্রাক্‌পটভূমি রচনায় 'রাইকমল', 'আগুন', 'কবি', 'পঞ্চগ্রাম', 'রাধা', 'যোগভ্রষ্ট', 'মঞ্জরী অপেরা', 'কীর্তিহাটের কড়চা' সহ বহু উপন্যাস ও 'রসকলি', 'রাধারাণী', 'প্রসাদমালা', 'হারানো সুর', 'বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা', 'মালাচন্দন' সহ অসংখ্য ছোটগল্পে বৈষ্ণবীয় ভাবতন্ময়তাকে অসাধারণ দক্ষতায় প্রাণ সঞ্চার করেছেন।

## উপসংহার

সমগ্র গবেষণাপত্রে বিস্তৃত পটভূমিতে নির্বাচিত বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্করের মতো লেখকেরা মধ্য ও আধুনিক যুগের জীবনবোধের সঙ্গে যেভাবে অন্বিত করেছেন, তার প্রভাব সমসাময়িক বা পরবর্তী সময়ের সরোজকুমার রায়চৌধুরী, অন্নদাশঙ্কর রায়, স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, সাম্প্রতিক কালের তিলোত্তমা মজুমদারের মতো সাহিত্যিকদের রচনায় বৈষ্ণবতত্ত্ব-দর্শন এক ভিন্ন তাৎপর্য বহন করে এনেছে। সমগ্র গবেষণাপত্রের সারাৎসার এই অংশে তুলে ধরে মূল অন্বেষিত বিষয়ের নির্যাসকে উপসংহারে স্থান দিয়ে গবেষণাপত্রের ইতিরেখা নির্মিত হয়েছে।